International Journal of Applied Research 2014; 1(1): 711-714

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2014; 1(1): 711-714
www.allresearchjournal.com
Received: 02-05-2014
Accepted: 07-06-2014

Rakibul Hasan
Research Scholar, Department of Bengali, T.M.B. University, Bihar, India

Correspondence
Rakibul Hasan
Research Scholar, Department of Bengali, T.M.B. University, Bihar, India

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে সমাজজীবন (1947-2010)

Rakibul Hasan

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও, এর সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের কঠিন বাস্তবতাও সামনে এসে দাঁড়ায়। ব্রিটিশদের শাসনের অবসান ঘটলেও তারা যে বিভাজনরেখা টেনে দিয়ে গেল, তা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের জীবনে ভয়াবহ সংকট ডেকে আনে। দেশভাগের ফলে দুই দেশ—ভারত ও পাকিস্তান—নতুন রাজনৈতিক সীমানা পেলেও, এই বিভাজন কেবল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে, পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে দেশভাগ এক অভিশাপে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক মানুষ নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। হিন্দুরা পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করে, আর মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলায় পাড়ি জমায়। এই স্থানান্তর কেবল তাদের ভৌগোলিক ঠিকানা বদলায়নি, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার এক দীর্ঘ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে—রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে উলুখাগড়ার প্রাণ বিপন্ন হয়, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা

দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু স্রোত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালে শুরু হওয়া এই স্রোত ১৯৭১ সাল পর্যন্ত থামেনি। বিশেষত, পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় তাদের বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়। বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এক চরম সংকটের মধ্যে পড়ে।

১. অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্যাভাব

পশ্চিমবঙ্গ এমনিতেই খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতিগ্রস্ত একটি রাজ্য ছিল। তার ওপর উদ্বাস্তুদের আগমনে খাদ্যের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কৃষিজমি ও উৎপাদনব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ পাট চাষের জমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু পাটশিল্পের বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়। এতে কাঁচামালের অভাবে পাটশিল্প সংকটে পড়ে, যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. বাসস্থানের সংকট

উদ্বাস্তুদের জন্য বাসস্থান ছিল এক গুরুতর সমস্যা। তাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা ও তার আশেপাশে জবরদখল করে কলোনি স্থাপন করে। ১৯৪৯ সালে উদ্বাস্তুদের যে কলোনিগুলো গড়ে ওঠে, তা মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকজনের দখলে ছিল। তবে ১৯৫০ সালের মধ্যেই এই জবরদখল কলোনির সংখ্যা ১৪৯-এ পৌঁছে যায়। সাধারণত শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পাঞ্চলগুলোতে এই কলোনিগুলো গড়ে ওঠে, কারণ জীবিকার সন্ধানেই উদ্বাস্তুরা মূলত শহরমুখী হয়েছিল।

৩. শহরথেকে গ্রামে জবরদখল বিস্তার

প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের জবরদখল প্রক্রিয়া শহরকেন্দ্রিক থাকলেও, পরবর্তী সময়ে তা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তারা কৃষিজমি ও অনাবাদি জমি দখল করতে শুরু করে, কারণ তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় ছিল এই জমিগুলিকে চাষের আওতায় আনা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে পড়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নানা আন্দোলন ও প্রতিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্বাস্তু আন্দোলন ও সামাজিক প্রভাব

স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সহজ ছিল না। তারা বেঁচে থাকার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এই প্রবণতা পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়।

1. **খাদ্য আন্দোলন:** ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনগণ রাস্তায় নামে এবং সরকারকে চরম চাপের মুখে ফেলে। উদ্বাস্তুরা এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল, কারণ তাদের খাদ্যের সংকট সবচেয়ে প্রকট ছিল।
2. **ট্রাম ভাড়া আন্দোলন ও ট্রাম পোড়ানো:** ১৯৫৩ সালে কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র ও শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয় এবং ট্রাম পোড়ানোর ঘটনা ঘটে।
3. **ভূমিকেন্দ্রিক রাজনীতি ও উদ্বাস্তুদের ভূমিকা:** উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ পরবর্তীকালে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদের ভূমিহীনতা ও অর্থনৈতিক সংকটই মূলত তাদেরকে বামপন্থী আদর্শের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বাস্তু সমস্যাটি কেবল একটি মানবিক সংকট ছিল না; এটি একটি বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটগল্পে বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনচিত্র

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটগল্পে সমাজের জটিল প্রেক্ষিত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশবিভাগের ফলে অনেক মানুষ তাঁদের আজন্ম পরিচিত জন্মভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন পরিবেশে এসে নানা বাধার সম্মুখীন হন। এদেশের সমাজ তাঁদের সহজে মেনে নিতে পারেনি, আবার তাঁরা নিজেরাও নতুন বাস্তবতাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। অতীতের আভিজাত্য ও বর্তমানের অসহায়তার দ্বন্দ্ব, নতুন সমাজে তাঁদের অস্তিত্বের লড়াই বাংলা ছোটগল্পে বিশেষভাবে উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে মনজ বসুর ‘ঘড়ি চুরি’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সুবালা’, ‘উপায়’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘হেডমাস্টার’, ‘চড়ায় উতরায়’ প্রভৃতি গল্প বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

উদ্বাস্তু জীবনের সংকট ও সামাজিক বিশ্বাসের ক্ষয়

মনজ বসুর ‘ঘড়ি চুরি’ গল্পে এক সময়ের জমিদার পরিবারের উত্তরসূরি পরমেশ দেশভাগের পর জীবিকার

সন্ধানে এপার বাংলায় চলে আসেন। ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়ে তিনি স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দেন। যদিও জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, তথাপি সামাজিক মেলবন্ধনের একটি ক্ষীণ আশার আলো তাঁরা ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু যখন ডাক্তারবাবুর ঘড়িটি হারিয়ে যায়, তখন সন্দেহের তীর পরমেশের দিকে ঘুরে যায়। জমিদারবংশীয় এই মানুষটির শতছিন্ন পোশাক, দারিদ্র্যের করুণ প্রতিচিত্র তাঁর নতুন সামাজিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এই গল্পে বাস্তুচ্যুত মানুষের সমাজব্যবস্থায় অবিশ্বাস ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

নারীর সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে উদ্বাস্তু জীবনের নিদারুণ কষ্ট এবং সুবিধাবাদীদের স্বার্থান্বেষী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। কলকাতার স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া মল্লিকা, তাঁর স্বামী ভূষণ, সন্তান খোকন ও বিধবা ননদ আশার জীবন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটছিল। জীবিকার সন্ধানে মল্লিকা যখন স্বামীর জন্য কাজ চাইতে যায়, তখন প্রমথ তাঁকে কুপ্রস্তাব দেয়। এক রাতের বিনিময়ে সংসার চালানোর আশ্বাস দিলে মল্লিকা প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরে আত্মসম্মানের প্রতিরোধ দেখায়। সে প্রমথের মাথায় বোতল ভেঙে তাঁকে অজ্ঞান করে এবং তাঁর পকেট থেকে রসদ সংগ্রহ করে নেয়। এই গল্পে নারী চরিত্রের আত্মরক্ষা ও বাস্তুচ্যুত জীবনের লড়াইয়ের অনন্য প্রতিচিত্র রচিত হয়েছে।

আদর্শবাদ ও বাস্তবতার সংঘাত

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' গল্পে একজন শিক্ষকের জীবন সংগ্রামের চিত্র দেখা যায়। দেশভাগের ফলে এক আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষককে উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন ধরনের চাকরি করতে হয়, অবশেষে তিনি ব্যাংকের কেরানির কাজ নেন। কিন্তু সেখানে বানান ভুল এবং অশ্লীল আলাপচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাঁকে নিম্নপদে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবুও জীবনের প্রয়োজন তাঁকে আপস করতে বাধ্য করে। অতীতের মূল্যবোধ ও বর্তমানের বাস্তবতার টানাপোড়েন গল্পটিকে গভীর মাত্রা দিয়েছে।

সম্পর্কের পরিবর্তন ও সামাজিক শ্রেণি বিভাজন

'চড়ায় উতরায়' গল্পে দেখা যায়, কথকের বন্ধু অসিতের বিয়ের অনুষ্ঠানে ধনী আত্মীয়দের প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং মধ্যবিত্ত কথককে অবহেলা করা হয়। অসিতের বাবা কেবল স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখেন। বন্ধুত্বের জায়গায় শ্রেণিচেতনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই গল্পে স্বাধীনতার পরে সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

স্বাধীনোত্তর পরিবারের সংকট ও নারীর আত্মপরিচয়

'অবতারনিকা' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বাধীনোত্তর সময়ের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পে চাকুরে গৃহবধূ আরতির দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণে পরিবারের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। স্বামী সুব্রত যখন নিজের চাকরি পেয়ে যায়, তখন সে আরতিকে চাকরি ছাড়তে বলে। কিন্তু আরতি চুপ করে পাশ ফিরে শোয়—যা এক ধরনের প্রতিবাদের প্রতিচিহ্ন। অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীর আত্মপরিচয় সংকট এখানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

উপসংহার

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বাংলা ছোটগল্পে বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবন, দারিদ্র্য, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, মূল্যবোধের ক্ষয়, নারীর আত্মপরিচয়ের সংকট এবং শ্রেণি বিভাজন গভীরভাবে উঠে এসেছে। মনজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগুলিতে এই বাস্তবতার বিচিত্র চিত্র পাওয়া যায়। উদ্বাস্তু জীবনের প্রতিটি স্তর—আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েন, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, আত্মমর্যাদার লড়াই এবং প্রতিরোধের রূপ ছোটগল্পের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে, যা স্বাধীনোত্তর বাংলার সমাজের বাস্তব প্রতিচিত্র তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র

1. 'সভ্যতার সঙ্কট' –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর', রবীন্দ্ররচনাবলী, (১৩শ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, (পৃঃ ৭৩৮)
2. 'উদবাস্তু স্রোত ও পশ্চিম বাংলার জনজীবন'-সুদেষ্ণা চক্রবর্তী // 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'-

হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু, পুস্তক বিপনি, কলকাতা-০৯, ২০১০, (পৃঃ -১৭৫)

3. তদেব, (পৃঃ -১৭৭)
4. 'ঘড়ি চুরি'- মনোজ বসু //'খদ্যোত' গল্প সঙ্কল্ ১৩৫৭, (পৃঃ -১৩৮-১৪১)
5. ৫।'উপায়' - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ' , ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, ১৯৭২, (পৃঃ ৪২৪)
6. 'হেড মাস্টার'- নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শারদীয় দেশ পত্রিকা', ১৩৫৬
7. 'অবতারনিকা' -নরেন্দ্রনাথ মিত্র, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩৫৬